সংবাদ

তারিখ ... 13 NOV 2017 ...
... ১ ... কলাম ... ১ ...

নীতিমালা চূড়ান্ত

ভর্তি পরীক্ষায় বোর্ডের পাঠ্যবই থেকেই প্রশ্ন করতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের জন্য নতুন শিক্ষা বর্ষের ভর্তি নীতিমালা চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। স্কুলে কোন শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষাতেই এখন থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাঠ্যবইয়ের বাইরে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। এই বিধান কার্যকর হবে সকল শ্রেণীতেই। প্রথম শ্রেণীতে যথারীতি লটারির মাধ্যমে ভর্তি বাধ্যতামূলক।

এছাড়া সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি ফরমের ফি ২০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে ভর্তি নীতিমালা অনুমোদন করা হয়। এর ফলে এবার ভর্তি ফরম কিনতে পড়বে ১৫০ টাকার পরিবর্তে ১৭০ টাকায়।

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি নীতিমালায় এ ফি কার্যকর হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সুপারিশে ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি নীতিমালা চূড়ান্ত হলেও ফরম বিতরণ ও পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারিত হয়নি। মাউশিকে এটি চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে মাউশি'র উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) একেএম মোস্তফা কামাল জানান, সভার কার্যবিবরণী পাওয়ার পর ফের বৈঠক করে পরীক্ষা সংক্রান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

নতুন নীতিমালা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'তেমন কোন পরিবর্তন এবার আনা হয়নি। তবে একটি বড় পরিবর্তন হচ্ছে, ভর্তি পরীক্ষা অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নিজের পাঠ্যবই থেকে প্রশ্ন করতে হবে। যে যে শ্রেণী পাস করে এসেছে সেখান থেকে প্রশ্ন হতে হবে। যেমন কেউ যদি কেউ দ্বিতীয় শ্রেণীতে

নীতিমালা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

নীতিমালা : চূড়ান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভর্তি হতে চায়, তাদের প্রশ্ন করতে হবে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে। তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি জন্য প্রশ্ন করতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যই থেকে। শিশুদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য বিসিএসের বই থেকে প্রশ্ন করা যাবে না। পাঠ্যই থেকে প্রশ্ন করা বাধ্যতামূলক।'

বৈঠকে উপস্থিত একাধিক কর্মকর্তা জানান, বদলি শিক্ষার্থীদের ছয় মাসের মধ্যেই ভর্তি হতে হবে। যদি কোনো শিক্ষার্থীর অভিভাবক বদলি হয়ে আসার ছয় মাস পর ভর্তির জন্য আবেদন করেন, তা গ্রহণযোগ্য হবে না বলে সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এছাড়া ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি ফরম বিতরণ ও ভর্তি পরীক্ষা শেষ করতে হবে। আগামী বছরের ১ জানুয়ারি ক্লাস কার্যক্রম শুরু হবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ বলেন, মাউশির বিভিন্ন সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের সরকারি স্কুল ভর্তিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের সম্মতির ভিত্তিতে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

ভর্তি ফরমের দাম বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, ২০১১ সালের পর থেকে সরকারি স্কুলে ভর্তি ফরমের দাম বৃদ্ধি করা হয়নি। এছাড়াও ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনে শিক্ষকদের বিভিন্ন ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এজন্য সকলের পরামর্শে ফরমের দাম বাড়ানো সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন সিদ্ধান্তগুলো ভর্তি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হবে বলে জানান অতিরিক্ত সচিব।